Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue: 74-75
April-June, July-September 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-08-23
Published: 2023-09-09

DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.253

Istijrār Financing in Islamic Banking of Bangladesh Prospects and Challenges

Md Habibur Rahman*
N M Shafiul Islam Chowdhury**

ABSTRACT

This study aims to discuss the prospects and challenges of istijrar financing in the Islamic banking of Bangladesh. Istijrar is a sale-based Shari'ah-compliant supply agreement. Under istijrar, regular supplies of products are made by a master agreement without recurring the contract upon each supply. The price will be calculated later and paid accordingly. This study uses content analysis and qualitative interview methods and conducted 13 interviews with the selected respondents, comprised of Islamic banking experts, Shari'ah experts, and regulatory officials. The 'thematic analysis' method has been used to investigate the qualitative data. The study finds that applying istijrar in Islamic banking sector of Bangladesh will be convenient for both banks and clients. Istijrar can be applied independently or as an addition to any other existing mode of investment. Generally, Istijrar can be used for investments such as Murabaha, Mu'azzal, Murabaha post-import etc. Investment through this mode will save time, labor, cost etc. and also reduce potential Shari'ah violations related to Murabaha. However, since Istijrar is a new investment method, various types of training sessions should be arranged among all stakeholders of Islamic banking including bankers, customers, suppliers and Shari'ah officials to increase their knowledge and awareness.

Keywords: Istijrār; Murabahah; Muajjal; Murabahah Post-import Investment; Islamic Banking.

* Dr. Md. Habibur Rahman is a Senior Lecturer (Assistant Professor) of Shari'ah and Islamic Finance at the Faculty of Business and Management in University Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia. email: hrnizamee10@gmail.com

** N. M. Shafiul Islam Chowdhury, Academy of Business Professionals (ABP), Dhaka, Bangladesh. email: shafiul@abpbd.org

বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইসতিজরার বিনিয়োগ : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

সারসংক্ষেপ

ইসতিজরার (الاِسْتِجْرَار) শরীয়াহসম্মত একটি সরবরাহ চুক্তি, যেখানে বারবার চুক্তি করা ব্যতিরেকে প্রধান একটি চুক্তির আওতায় নিয়মিতভাবে পণ্য সরবরাহ করা হয় এবং পরবর্তীতে হিসেব করে পণ্য মূল্য পরিশোধ করা হয়। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এ ইসতিজরার বিনিয়োগ সংক্রান্ত সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কন্টেন্ট পর্যালোচনা এবং গুণগত সাক্ষাতকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ইসলামিক ব্যাংকিং কর্মকর্তা, শরীয়াহ কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তার সমন্বয়ে ১৩টি একক সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং-এ ইসতিজরার বিনিয়োগ ব্যাংক ও ক্লায়েন্ট উভয়ের জন্য সুবিধাজনক হবে। স্বতন্ত্রভাবে কিংবা বিদ্যমান অন্য কোনো বিনিয়োগের সংযোজন হিসেবে ইসতিজরার প্রয়োগ করা যাবে। সাধারণত মুরাবাহা, মু'আজ্জাল, মুরাবাহা পোস্ট-ইমপোর্ট ইত্যাদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসতিজরার ব্যবহার করা যাবে। ইসতিজরার বিনিয়োগের মাধ্যমে সময়, শ্রম, খরচ ইত্যাদির সাশ্রয় হবে এবং মুরাবাহা সংক্রান্ত সম্ভাব্য শরীয়াহ লঙ্ঘনও হ্রাস পাবে। তবে যেহেতু ইসতিজরার একটি নতুন বিনিয়োগ পদ্ধতি, তাই এর শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকার, কাস্টমার, সাপ্লায়ার এবং শরীয়াহ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে ইসলামিক ব্যাংকিং-এর সর্বস্তরের স্টেকহোল্ডারদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মূলশব্দ: ইসতিজরার; মুরাবাহা; মু'আজ্জাল; মুরাবাহা পোস্ট-ইমপোর্ট বিনিয়োগ; ইসলামিক ব্যাংকিং।

ভূমিকা

ইসতিজরার (الاِسْتِجْرَار) হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ভিত্তিক একটি সরবরাহ চুক্তি, যেখানে প্রধান একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির আওতায় ধাপে ধাপে প্রয়োজনমত একাধিকবার পণ্য সরবরাহ করা হয় এবং প্রত্যেকবার নতুন করে চুক্তি করার প্রয়োজন হয় না। ইসতিজরার চুক্তির সাথে '*বাইয়ে তাআতী*' (بيع التعاطي)-এর মিল আছে, যেখানে কোনো কথাবার্তা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র মূল্য পরিশোধ এবং পণ্য হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা হয় (Al 'Ainī 2000, 6/197)। ইসতিজরার চুক্তিতে পণ্য সরবরাহ করার পূর্বে মূল্য নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী পরিশোধ করা যেতে পারে। আবার কখনো পণ্য সরবরাহ করার পরে, এমনকি উপভোগ করার পরেও সুনির্দিষ্ট একটি সময় শেষে মূল্য হিসেব করে সে অনুযায়ী পরিশোধ করা যেতে পারে (Al Mawsū'ah Al fiqhiyyah 1987, 9/43; Al 'Uthmānī 2013, 1/52)। ইসতিজরার ব্যাংক এবং ক্লায়েন্ট উভয়ের জন্য সুবিধাজনক একটি পদ্ধতি। এখানে প্রধান চুক্তির আওতাধীন পরবর্তী লেনদেনগুলোতে বারবার নতুন করে চুক্তি করার প্রয়োজন হয় না। এতে ব্যাংক ও ক্লায়েন্ট উভয়ের সময়, শ্রম, খরচ, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদির সাশ্রয় হয় এবং সার্বিক কার্যক্রমও গতিশীল হয়।

বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং-এ ইসতিজরার বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও প্রয়োগ নিয়ে এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে। পাবলিক ও মার্কেট চাহিদার কারণে বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং দ্রুত প্রসার হচ্ছে। ইতোমধ্যে ইসলামিক ডিপোজিট এবং ইসলামিক বিনিয়োগ বাংলাদেশের মার্কেটের প্রায় ৩০ শতাংশে উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশে যদিও ডিপোজিট সংগ্রহে সাধারণত মুদারাবাহ চুক্তি ব্যবহৃত হয়, তবে বিনিয়োগ কার্যক্রমের প্রায় ৭০% মুরাবাহা এবং মু'আজ্জাল চুক্তির মাধ্যমে হয়ে থাকে (Bangladesh Bank 2022, 8)। সাধারণত বাংলাদেশের মুরাবাহা এবং মু'আজ্জাল বিনিয়োগ শরীয়াহ পরিপালন প্রসঙ্গে বিভিন্ন কারণে সমালোচিত হয়ে থাকে, যেমন: কাস্টমারকে বায়িং এজেন্ট নিয়োগ করা, বিক্রয়ের পূর্বে পণ্যের যথাযথ দখল না নেওয়া, ক্লায়েন্টের একাউন্টে ক্যাশ প্রদান করা ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে ইসতিজরার বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয়েছে, যাতে তা মুরাবাহা ও মু'আজ্জাল বিকল্প কিংবা সহযোগী হিসেবে চালু করা যেতে পারে। আশা করা যায়, ইসতিজরার বিনিয়োগ ব্যাংক ও ক্লায়েন্টের জন্য সুবিধাজনক হবে এবং এর মাধ্যমে শরীয়াহর ব্যতয়ও ঘটবে না।

সাধারণত ইসতিজরার একটি শরীয়াহ অনুমোদিত চুক্তি, যতক্ষণ না এখানে পণ্য হস্তান্তর কিংবা মূল্য নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে এ পর্যায়ের গারার (অনিশ্চয়তা এবং অস্পষ্টতা) না হয় যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ, যার কারণে চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদের সূচনা হয়, কিংবা যার ফলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ক্লায়েন্টের সাথে একমত হওয়ার পর ব্যাংক সাপ্লায়ার-এর কাছ থেকে ইসতিজরার চুক্তির মাধ্যমে ধাপে ধাপে পণ্য সংগ্রহ করবে এবং নিয়মিতভাবে উক্ত পণ্য মুরাবাহার ভিত্তিতে ক্লায়েন্টের নিকট বিক্রয় করবে (Usmani 2002, 135)। এছাড়াও ইসলামিক এলসি বিনিয়োগে বিশেষ করে মুরাবাহা ইমপোর্ট বিনিয়োগে মুরাবাহার পরিবর্তে ইসতিজরার বিনিয়োগ প্রয়োগ করা যায় (Shariah Advisory Council 2019, 1)। ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইসতিজরার বিনিয়োগ নিয়ে গবেষণা যা হয়েছে তা খুবই অপ্রতুল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইসতিজরার নিয়ে প্রায়োগিক বিশ্লেষণ তেমন হয়নি বললেও চলে। তাই বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইসতিজরার বিনিয়োগ প্রয়োগের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করাকে এ প্রবন্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের ভূমিকা পরবর্তী অংশে ইসতিজরার এর পরিচিতি এবং ইসতিজরার চুক্তির শরয়ী বিধানের ব্যাপারে মুসলিম স্কলারদের মতামত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি (methodology) উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রবন্ধে ব্যবহৃত গুণগত সাক্ষাতকারে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে মূল বিষয়ের উপর মতামত প্রদান, এবং প্রস্তাবনা প্রদান করার মাধ্যমে প্রবন্ধের সমাপ্তি (conclusion) টানা হয়েছে।

ইসতিজরার পরিচিতি

ইসতিজরার এর মূল শব্দ হচ্ছে 'জাররুন' (جر), যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'জাযবুন' (جذب) তথা আকর্ষণ করা কিংবা নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসা (Ibn Manẓūr

1992, 4/125)। ইসতিজরার চুক্তিতে মূলত ক্রেতা ধাপে ধাপে বিক্রেতা থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে থাকে, তথা নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে।

ইসতিজরার মূলতঃ একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এ চুক্তিতে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে সকল পণ্য এক সাথে গ্রহণ না করে বরং ধীরে ধীরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গ্রহণ করে থাকে। এটি অনেকটা আমাদের সমাজে প্রচলিত মুদির দোকান থেকে বাকীতে ক্রয় করার মত, যেমন ক্রেতা পুরো মাস বাকীতে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করে মাস শেষে কিংবা মাসের সুনির্দিষ্ট একটি দিনে মূল্য পরিশোধ করে থাকে। বিখ্যাত কুয়েতি ফিকহী বিশ্বকোষে ইসতিজরারের সংজ্ঞায় উল্লেখ আছে,

> هو أخذ الحوائج من البياع شيئا فشيئا ودفع ثمنها بعد ذلك
>
> বিক্রেতা থেকে ধাপে ধাপে জিনিসপত্র গ্রহণ এবং পরবর্তীতে তার মূল্য পরিশোধ করা (Al Mawsū'ah Al fiqhiyyah 1987, 9/43)।

অর্থাৎ এ চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা ধাপে ধাপে বিক্রেতা থেকে পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য গ্রহণ ও তা উপভোগ করার পরে মূল্য পরিশোধ করবে।

মালেকী মাযহাবে এ চুক্তি মদিনাবাসীদের ক্রয়-বিক্রয় নামে পরিচিত, যেহেতু তাদের মাঝে এ চুক্তি বহুল প্রচলিত ছিলো। ইমাম ইলিশ র. বলেন: হানাফী স্কলারগণ এ চুক্তিকে ইসতিজরার হিসেবে নামকরণ করেছেন, তবে মালেকী স্কলারগণ একে মদিনাবাসীদের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি হিসেবে নামকরণ করেছেন, যেহেতু তাদের মাঝে এ চুক্তি বহুল প্রচলিত ছিলো। সালেম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন: 'সুনির্দিষ্ট মূল্যে মদিনায় আমরা কশাই থেকে প্রতিদিন দু' কিংবা তিন রতল পরিমাণ গোস্ত ক্রয় করতাম, এ শর্তে যে যেদিন আমরা রেশন পাবো সেদিন তা পরিশোধ করবো (Ibn 'Ābidīn 1987, 7/28; 'Elīsh 2003, 3/36)। হাম্বলী মাযহাবের নিকট ইসতিজরার হচ্ছে এমন চুক্তি যেখানে মূল্য উল্লেখ করা হয় না। এমনটি উল্লেখ করে ইমাম ইবনু কাইয়্যিম বলেন: চুক্তির সময় মূল্য নির্ধারণ না করে যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা হয়, তার বৈধতার ব্যাপারে মুসলিম স্কলারগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। যেমন: কোনো ব্যক্তি যখন রুটি, গোশত কিংবা ঘি বিক্রেতার সাথে নিয়মিত লেনদেন করে, তার থেকে প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট একটি পরিমাণে প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করে, অতঃপর মাস কিংবা বছর শেষে মূল্য হিসেব করে পরিপূর্ণভাবে তা পরিশোধ করে থাকে (Ibn Al Qayyim 2016, 4/7; Ibn Nujaim 2002, 5/279; Al Nawawī 1925, 9/163)।

ইসতিজরার চুক্তির শর'য়ী বিধান

ইসতিজরার চুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মূল্য নির্ধারণ করার সময় ও পদ্ধতি। ইসতিজরার চুক্তির শরয়ী বৈধতা নিয়ে মুসলিম স্কলারদের যে মতপার্থক্য তা মূলত মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া ও সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। ইসতিজরার পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য হয়তবা পূর্বে নির্ধারণ করে নিবে, এবং পণ্য গ্রহণ ও তা উপভোগ করার পর চুক্তির নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করবে। তবে মূল্য নির্ধারণ করার এ পদ্ধতিতে বাজার দর উঠা-নামার ঝুঁকি আছে, যা বিক্রেতার

জন্য অলাভজনক হতে পারে। অপরদিকে পূর্বে মূল্য নির্ধারণ না করে বরং পণ্য গ্রহণ করে উপভোগ করার পর যখন মূল্য পরিশোধ করা হবে তখনকার বাজার দরের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। এভাবে মূল্য নির্ধারণ না করে ক্রয়-বিক্রয় মূলত গারার চুক্তির সমপর্যায়ের, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। সুতরাং ইসতিজরার চুক্তির একাধিক পদ্ধতি হতে পারে এবং এর শর'য়ী বৈধতা কিংবা অবৈধতা উক্ত পদ্ধতিগুলোর উপর নির্ভর করবে। এ পর্যায়ে ইসলামী ফিক্‌হ'র বিভিন্ন মাযহাবে প্রদত্ত ইসতিজরার চুক্তির শর'য়ী বিধান সংক্রান্ত বক্তব্য ও মতামত আলোচনা করা হলো:

হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহাবে ইসতিজরার চুক্তির কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি: মূল্য না জেনে কিংবা মূল্য নির্ধারণ না করে কোনো ব্যক্তি বিক্রেতা থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ধাপে ধাপে গ্রহণ করবে এবং তা থেকে উপকৃত হবে। শেষে যখন মূল্য পরিশোধ করতে আসবে তখন মূল্য নির্ধারণ করবে এবং সে অনুযায়ী পরিশোধ করবে। এ পদ্ধতিতে মূলত পণ্য গ্রহণ করার সময় নিয়মতান্ত্রিক কোনো ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয় না; বরং বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয় পরবর্তীতে যখন পণ্যদ্রব্যের উপকারিতা গ্রহণ করা হয়ে যায়। এভাবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা সঠিক নয় এবং এখানে আদৌ বিশুদ্ধ কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয় না। সঠিক ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে, চুক্তিকালীন সময়ে চুক্তিকৃত পণ্য বিদ্যমান থাকতে হবে। অথচ এখানে যখন প্রকৃত চুক্তি হয় তখন পণ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকে না। তবে হানাফী স্কলারগণ ইসতিহসানের ভিত্তিতে এ ধরনের চুক্তিকে বৈধতা দিয়েছেন এবং পণ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকার শর্ত থেকে এ চুক্তিকে অব্যাহতি প্রদান করেছেন। কতিপয় হানাফী স্কলার বলেন: এ কোনো অস্তিত্বহীন পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় নয়; বরং তা মালিকের অনুমতিক্রমে নষ্ট হয়ে যাওয়া পণ্যের ক্ষতিপূরণতুল্য, যা প্রচলিত ব্যবহারে স্বীকৃত। লেনদেনের সহজীকরণ এবং সম্ভাব্য কষ্ট ও ক্ষতি থেকে হেফাজতের জন্য এ চুক্তির বৈধতা দেয়া হয়েছে। ইমাম ইবনু আবেদীন র. বলেন: এটি ইসতিহসান সংক্রান্ত একটি ইস্যু, এবং বস্তুসামগ্রীর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সাথে এর তুলনা করা যায়, যেখানে ইসতিহসানের আলোকে মূল্য দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেয়া যায় (Ibn ʻĀbidīn 1987, 4/12)।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: এটি প্রথম পদ্ধতির ন্যায়, তবে এখানে ক্রেতা-বিক্রেতা সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজারদর সম্পর্কে অবগত থাকে। এখানে ক্রেতা ধাপে ধাপে বিক্রেতা থেকে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী গ্রহণ করবে এমতাবস্থায় সে উক্ত পণ্যের মূল্য সম্পর্কে অবগত এবং চুক্তি মোতাবেক পরবর্তীতে হিসেব নিকেশ করে মূল্য পরিশোধ করবে।

এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং এর বিশুদ্ধতার বিষয়ে স্কলারদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। যখনি ক্রেতা মূল্য জানা সাপেক্ষে বিক্রেতা থেকে পণ্য-দ্রব্য গ্রহণ করবে তখন ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে এবং তা হবে বাইয়ে তাআতীর সমতুল্য। বাইআত্-তা'আতী হচ্ছে যেখানে কোনো প্রকার মৌখিক কথা-বার্তা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র পণ্য

গ্রহণ এবং মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাই'আত-তা'আতী' বৈধ এবং সঠিক, আর এক্ষেত্রে মূল্য নগদ হতে পারে, আবার বাকীতেও পরিশোধ করা যেতে পারে। সুতরাং বাইয়ে তাআতীর (تعاطي) ন্যায় ইসতিজরার এর উক্ত পদ্ধতি বিশুদ্ধ ও বৈধ, যেখানে বিক্রীত পণ্য এবং তার মূল্য জানা থাকবে।

তৃতীয় পদ্ধতি: কোনো ব্যক্তি বিক্রেতার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললো: আমি আপনার থেকে মোট এক হাজার টাকার রুটি ক্রয় করবো। কিন্তু কোন ধরনের রুটি ক্রয় করবে তা উল্লেখ করেনি। এরপর সে প্রতিদিন একশত টাকার রুটি নিতে থাকলো। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সঠিক নয়, এখানে বিক্রীত পণ্যের ব্যাপারে জানা নেই। এখানে নির্দিষ্ট কোনো রুটি উল্লেখ করা হয়নি কিংবা নির্দিষ্ট কোনো রুটির দিকে ইঙ্গিতও করা হয়নি। ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত হচ্ছে, বিক্রীত পণ্যের ব্যাপারে সম্যক অবগতি থাকতে হবে।

চতুর্থ পদ্ধতি: ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কোনো কথা না বলে ক্রেতা ব্যক্তি বিক্রেতার হাতে কিছু টাকা প্রদানপূর্বক প্রতিদিন একশত টাকার পরিমাণ পণ্য নিতে শুরু করলো। তবে ক্রেতা উক্ত পণ্যের মূল্য কত তা জানে না। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়, এবং তাআতীর ভিত্তিতেও এ চুক্তি সম্পন্ন হবে না, কারণ এখানে ক্রেতা পণ্য মূল্যের ব্যাপারে অবগত নয়।

এগুলো হলো হানাফী মাযহাব প্রদত্ত ইসতিজরার চুক্তির সম্ভাব্য কতক পদ্ধতি। ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির বিশুদ্ধতার জন্য বিক্রীত পণ্য এবং তার মূল্য সম্পর্কে সম্যক অবগতি থাকা এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার অজ্ঞতা না থাকা আবশ্যক। ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগের কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুরুতে বিক্রীত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। তথাপিও হানাফী মাযহাবে বিশেষ বিবেচনায় ইসতেজরার চুক্তির উক্ত প্রয়োগের বৈধতা প্রদান করা হয়েছে (Ibn ʻĀbidīn 1987, 4/12; Ibn Nujaim 2002, 5/279)।

ইসতিজরার চুক্তির বৈধতার ক্ষেত্রে হানাফী স্কলার ইমাম ইবনু আবেদীন রহ. কতিপয় মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত: প্রচলিত ব্যবহারের প্রেক্ষিতে ইসতিহসান তথা বিশেষ বিবেচনায় ইসতিজরার চুক্তি বৈধ, যদিও এখানে চুক্তির প্রাক্কালে বিক্রীত পণ্য বিদ্যমান নয়। এ চুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্যাণ সাধিত হয় এবং সম্ভাব্য কষ্ট ও অসুবিধা লাঘব হয়।

দ্বিতীয়ত: মালিকের অনুমতিক্রমে তার কোনো পণ্যদ্রব্য নেয়ার পর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে টাকা দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যায়। এমনিভাবে অনুমতি সাপেক্ষে বিক্রেতা থেকে পণ্যদ্রব্য নেয়ার পর যদি কেউ তার মূল্য পরিশোধ করে থাকে তাহলে তা বৈধ হবে। এভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বৈধতার সাথে তুলনা করে সম্ভাব্য অসুবিধা লাঘব করার নিমিত্তে ইসতিজরার চুক্তিরও বৈধতা প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: সাধারণত কোনো পণ্যদ্রব্য যদি কাউকে ঋণ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য দেয়া হয়, তার পরিবর্তে কিংবা তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইসতিহসানের ভিত্তিতে মূল্য গ্রহণ করা বৈধ। এমনিভাবে ইসতিজরার চুক্তিতেও পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করার পর ইসতিহসানের বিবেচনায় তার মূল্য পরিশোধ করা বৈধ হবে।

চতুর্থত: তাআতী পদ্ধতি অর্থাৎ কোনো প্রকারের কথাবার্তা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র পণ্য গ্রহণ এবং মূল্য প্রদানের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা হয় এবং তা বৈধ। এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা সকলের নিকট পণ্য ও তার মূল্য জানা থাকে। তেমনিভাবে পণ্য কিংবা তার মূল্যের ব্যাপারে কোনো আলোচনা ছাড়াও যদি ইসতিজরার চুক্তি করা হয় তা বৈধ হবে, কারণ এক্ষেত্রে সাধারণত সংশ্লিষ্ট পণ্য ও তার বাজার দরের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অবগতি থাকবে (Ibn ʻĀbidīn 1987, 4/13)।

মালেকী মাযহাব

মালেকী মাযহাবেও ইসতিজরার চুক্তির কতিপয় পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথমত: ক্রেতা বিক্রেতার নিকট কিছু টাকা জমা রেখে সেখান থেকে নির্ধারিত মূল্যে সুনির্দিষ্ট কিছু পণ্য ক্রয় করে থাকে। এ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে বৈধ, এখানে পণ্য পূর্ব নির্ধারিত এবং মূল্যও সুনির্দিষ্ট ও জ্ঞাত।

দ্বিতীয়ত: ক্রেতা বিক্রেতার নিকট কিছু টাকা জমা রেখে কতিপয় পণ্যের নাম উল্লেখ করে বলে, আমি মাঝে মাঝে উক্ত পণ্যগুলো এ দরে ক্রয় করে নিয়ে যাবো। এমতাবস্থায় ক্রেতা তার যখন যে পরিমাণ প্রয়োজন তা নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে থাকে। এ পদ্ধতিতেও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

তৃতীয়ত: নির্দিষ্ট কিংবা অনির্দিষ্ট কিছু পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট কিছু টাকা জমা রাখে, এ শর্তে যে উপযুক্ত মূল্যে সে প্রতিদিন উক্ত পণ্য ক্রয় করবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যকার যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয় তা বাতিল বলে পরিগণিত হবে যেহেতু এখানে চুক্তি সম্পন্ন করার সময় পণ্যের মূল্য অজ্ঞাত, তা 'গারার' হিসেবে গণ্য হবে যা নিষিদ্ধ।

চতুর্থত: বিক্রেতা থেকে প্রতিদিন প্রয়োজন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পণ্য সুনির্ধারিত মূল্যে গ্রহণ করবে, এমতাবস্থায় পণ্য, মূল্য এবং মূল্য পরিশোধ করার সময় ইত্যাদি জ্ঞাত থাকবে। যদি মূল্য পরিশোধ রেশন বা বেতন পাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে তার সময় অবশ্যই জ্ঞাত হতে হবে। এভাবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হলে তা বিশুদ্ধ হবে (Al Bājī 2004, 5/15)।

শাফেয়ী মাযহাব

শাফেয়ী মাযহাবে ইসতিজরার চুক্তির দু'টি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত: যেমনটি অধিকাংশ মানুষ করে থাকে, ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়া নগদ মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে ধাপে ধাপে পণ্য-

দ্রব্য গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় তারা মূলতঃ প্রচলিত বাজার মূল্য পরিশোধের নিয়ত করে এবং নির্ধারিত সময় শেষে তা হিসেব করে পরিশোধ করে। কতক শাফেয়ী স্কলারের নিকট এ ধরনের বেচাকেনা বৈধ নয়, কারণ এখানে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো উল্লেখ নেই। ইমাম গাযালীসহ শাফেয়ী মাযহাবের আরো অনেক স্কলার এ ধরনের বেচাকেনা বৈধ বলেছেন। যেহেতু সমাজে এ ধরনের লেনদেন প্রচলিত, এবং যেখানে শরীয়াহর কোনো মূলনীতির লংঘন নেই, বৈধতার জন্য এতটুকু যথেষ্ট।

দ্বিতীয়ত : কোনো ব্যক্তি যখন বিক্রেতাকে বলে আমাকে এত দাম ধরে এ পরিমাণ গোস্ত দিন, কিংবা এত দাম হিসেবে এ পরিমাণ রুটি দিন। অতঃপর বিক্রেতা দেয়ার পর সে উক্ত পণ্য সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে থাকে, এবং কিছুদিন পর হিসেব করে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করে দেয়। এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিঃসন্দেহে বৈধ (Al-Nawawī 1925, 9/150; Al-Shirbīnī 2006, 2/4)।

হাম্বলী মাযহাব

হাম্বলী মাযহাবে ইসতিজরার চুক্তিকে মূল্য ঠিক না করে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ইমাম মারদাওয়ী উল্লেখ করেন: মাযহাবের (হাম্বলী) বিশুদ্ধ মতামত হচ্ছে, মূল্য ঠিক না করে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা হলে তা বৈধ হবে না। তবে ইমাম আহমাদ এর অপর এক বর্ণনায় বৈধ হবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়াও এ মতামত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন: মূল্য উল্লেখ এবং ঠিক না করলেও ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হবে, তবে এক্ষেত্রে প্রচলিত বাজার দর প্রযোজ্য হবে। যেমনিভাবে মহর ঠিক না করে বিবাহ সম্পাদিত হলে সেক্ষেত্রে প্রচলিত পরিমাণ মহর প্রযোজ্য হয় (Al-Mardāwī 1997, 4/310; Ibn Taymiyyah 1960, 205; Ibn Mufliḥ 1997, 1/289)। উপরে বর্ণিত ইসতিজরার চুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে বোঝা গেল, ইসতিজরার চুক্তিতে সাধারণত বিক্রেতা থেকে ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা হয়, অতঃপর যদি পূর্বে মূল্য পরিশোধ করা থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট একটি সময় পরে হিসেব করে তা সমন্বয় করা হয়। আর যদি পূর্বে মূল্য পরিশোধ করা না থাকে, তাহলে পরে হিসেব করে তা পরিশোধ করে দেয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে সাধারণত মূল্য বাকী থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তা পরিশোধ করা হয়। মূল্য নগদ কিংবা বাকী যা হোক না কেন, এ দিক থেকে ইসতিজরার চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বৈধ।

এখানে অপর একটি ইস্যু হচ্ছে, ক্রয় করার সময় ক্রেতা পণ্য এবং মূল্য উভয় সম্পর্কে জ্ঞাত কি-না। ইসলামী আইনে বেচাকেনা বৈধ হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে, চুক্তিকালীন সময়ে সকল পক্ষকে অবশ্যই পণ্য এবং মূল্য উভয় সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে। ইসতিজরার চুক্তিকালীন যদি উভয় পক্ষ পণ্য এবং মূল্য সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে, তাহলে সকল ফকীহর মতামত হচ্ছে উক্ত ইসতিজরার চুক্তি বৈধ। আর যদি পণ্য কিংবা মূল্যের ব্যাপারে কোনো এক পক্ষ কিংবা উভয় পক্ষ অজ্ঞাত থাকে তাহলে অধিকাংশ ফকীহগণের মতামত হচ্ছে উক্ত ইসতিজরার চুক্তি বৈধ হবে না। এক্ষেত্রে ইমাম ইবনু

তাইমিয়া এবং ইবনু কাইয়্যিমের মতামত হচ্ছে, পণ্য মূল্য উল্লেখ না করা কিংবা অবগত না হলেও ইসতিজারার চুক্তি বৈধ হবে এবং এক্ষেত্রে বাজার মূল্য প্রযোজ্য হবে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন: চুক্তিকালীন সময়ে মূল্য উল্লেখ কিংবা ঠিক না করে যদি ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা হয়, তার বৈধতার ব্যাপারে ফকীহদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। যেমন: কোনো ব্যক্তি রুটি বিক্রেতা কিংবা সবজি বা মাছ বিক্রেতা থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয়ে করে থাকে এবং পরে মাস কিংবা বছর শেষে হিসেব করে তার মূল্য পরিশোধ করে দেয়। অধিকাংশ ফকীহদের মতামত হচ্ছে এ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তবে দ্বিতীয় ও বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। যুগ যুগ ধরে প্রতিটি জনপদে মানুষ এভাবেই তা চর্চা করে আসছে, এটি ইমাম আহমাদের সুস্পষ্ট মত, এবং আমার উস্তায ইমাম ইব্ন তাইমিয়াও এ মত গ্রহণ করেছেন। যারা অবৈধ বলেছেন তারাও এটি এড়াতে পারবেন না; বরং তারাও এর চর্চা করেন। বিবাহের ক্ষেত্রে প্রচলিত পরিমাণ মহর, এবং ভাড়া চুক্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত পরিমাণ ভাড়া কিংবা পারিশ্রমিক প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত, যখন মহর এবং ভাড়া উল্লেখ না করে সংশ্লিষ্ট চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তেমনিভাবে মূল্য উল্লেখ না করে যদি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করা হয় সেক্ষেত্রে প্রচলিত বাজার দর প্রযোজ্য হবে (Al-Ghazālī 2003, 2/65; Ibn Taymiyyah 1960, 205; Ibn Al Qayyim 2016, 4/5)।

আমরাও ইসতিজরার চুক্তির বৈধতার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করছি। এক্ষেত্রে চুক্তিকালীন সময়ে মূল্য ঠিক না করা হলে বাজার মূল্য প্রযোজ্য হবে। ইসতিজরার চুক্তির মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধিত হয়। এ চুক্তির আওতায় একই বিক্রেতা থেকে যখন বারংবার পণ্য ক্রয় করা হয় তখন প্রত্যেকবার নতুন করে চুক্তি এবং তদ্বসংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ তৈরী করার প্রয়োজন হয় না। তাই ইসতিজরার চুক্তির মাধ্যমে খরচ, সময়, শ্রম ইত্যাদির সাশ্রয় হয়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে চুক্তির মধ্যে এমন পর্যায়ের কোনো অনিশ্চিত উপাদান থাকতে পারবে না, যার ফলশ্রুতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়। উপরন্তু, ইসতেজরার চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই চাহিদা ও যোগানের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকার সুযোগ পায়।

ইসলামিক ব্যাংকিংও ফাইন্যান্সে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ

ইসতিজরার হচ্ছে মূলতঃ সরবরাহ চুক্তি, যার আওতায় বিক্রেতা ধারাবাহিকভাবে একই কিংবা ভিন্ন ভিন্ন পণ্য সরবরাহ করে থাকে। পরবর্তীতে চুক্তি নির্ধারিত দিনে ক্রেতা হিসেব করে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে থাকে। এখানে পণ্যের মূল্য চুক্তির সময় কিংবা পরে হিসেব করার সময়ও নির্ধারিত হতে পারে, তবে শর্ত হচ্ছে এমন পর্যায়ের অনিশ্চয়তা থাকতে পারবে না যার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ইসলামী ব্যাংকিং-এ স্বতন্ত্রভাবে কিংবা মুরাবাহা, ইজারাহ, মুদারাবাহ ইত্যাদি চুক্তির সাথে ইসতিজরার চুক্তি প্রয়োগ করা যায়। তবে ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রহীতার সাথে ইসতিজরার নয়; বরং বিনিয়োগ গ্রহীতার পণ্য সরবরাহকারীর সাথে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ করা যায় (Usmani 2002, 136)।

মুরাবাহা বিনিয়োগে ইসতিজরার এর প্রয়োগ

ইসলামিক ব্যাংকের মুরাবাহা চুক্তির সাথে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ করা যায়। ব্যাংক এবং বিক্রেতা তথা পণ্য সরবরাহকারী ইসতিজরার চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, যার ফলশ্রুতিতে উক্ত পণ্য সরবরাহকারী ব্যাংক-এর ক্লায়েন্টের চাহিদা ও শর্তানুযায়ী পণ্য সরবরাহ দিয়ে যাবে। সরবরাহকালীন সময়ে কিংবা পরবর্তীতে পণ্য মূল্য নির্ধারণ করবে এবং ব্যাংক তা পরিশোধ করে দিবে। যেহেতু মুরাবাহা চুক্তি বৈধতার অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে, চুক্তিকালীন সময়ে মুরাবাহা পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং তার সাথে সংযুক্ত লাভের পরিমাণ নির্ধারিত এবং উভয় পক্ষের নিকট জ্ঞাত থাকতে হবে, তাই ইসতিজরার চুক্তিতেও পণ্য সরবরাহকালীন সময়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত এবং জ্ঞাত হতে হবে (Ibid)। যেহেতু ইসতিজরার চুক্তি অনুযায়ী একটি মাস্টার চুক্তির আওতায় বিক্রেতা একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পণ্য সরবরাহ করে যাবে, তাই মুরাবাহা চুক্তির পূর্বে পণ্যের উপর ব্যাংকের মালিকানা অর্জন এবং মালিকানার ঝুঁকি গ্রহণ সংক্রান্ত যে সমস্যা রয়েছে, ইসতিজরার চুক্তির মাধ্যমে তা সমাধান করা সম্ভব হবে। উপরন্তু ক্লায়েন্টকে বায়িং এজেন্ট নিয়োগ করার যে ইস্যু বাংলাদেশের মার্কেটে প্রচলিত রয়েছে, তারও এখানে প্রয়োজন হবে না। বাহরাইনস্থ আওফি'র মূলনীতি অনুযায়ী অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতি ব্যতিরেকে মুরাবাহা চুক্তিতে সাধারণত ক্লায়েন্টকে বায়িং এজেন্ট নিয়োগ করা সঠিক হবে না (AAOIFI 2017, 207)

ইসলামিক এলসি'তে ইসতিজরার এর প্রয়োগ

ইসলামিক লেটার অব ক্রেডিটের সাথেও ইসতিজরার চুক্তি প্রয়োগ করা যায়, বর্তমানে ইসলামিক ইমপোর্ট ফাইনান্সিং-এ ব্যবহৃত মুরাবাহা চুক্তির সাথে সমন্বয় করে কিংবা এর বিকল্প হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। ইসতিজরারসহ ইসলামিক ইমপোর্ট চুক্তির আওতায় ক্রেতা দেশের বাহিরের একই বিক্রেতা থেকে ধাপে ধাপে একাধিকবার পণ্য আমদানী করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে বিক্রেতার সাথে প্রতিবার নতুন করে চুক্তি করার প্রয়োজন হবে না। সাধারণত ক্রেতা ব্যাংকের এজেন্ট হিসেবে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বাহিরের বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ এবং ক্রয় চুক্তি সমাধা করে থাকে। আমদানীকৃত পণ্য কিংবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করার পরে ইমপোর্টার তথা ব্যাংকের ক্লায়েন্ট ব্যাংক থেকে উক্ত পণ্য মুরাবাহা চুক্তির আওতায় ক্রয় করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি স্তরে ব্যাংক ও ক্লায়েন্টের ঝুঁকিসহ অপরাপর দায়-দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি স্বচ্ছভাবে হতে হবে। এছাড়াও মুরাবাহা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে সকল কার্যক্রম রয়েছে সবগুলোর যথাযথ ধারবাহিকতা মেনে চলতে হবে। সুতরাং ব্যাংক থেকে মুরাবাহা চুক্তিতে পণ্য ক্রয় করার পূর্বে ব্যাংকের এজেন্ট হিসেবে ক্লায়েন্টের ভূমিকা এবং তদ্বসংশ্লিষ্ট দায়-দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটতে হবে। যদি জাহাজের মাধ্যমে পণ্য আমদানী করা হয়, সেক্ষেত্রে বিল অব ল্যাডিং গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্যাংক পণ্যের আইনগত মালিকানা (constructive ownership) লাভ করবে, এবং এরপর ক্লায়েন্টের নিকট তা বিক্রি করতে পারবে। পরবর্তীতে পণ্য আসার পর

ক্লায়েন্ট সরাসরি পোর্ট থেকে উক্ত পণ্য গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে লেটার অব ক্রেডিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে পণ্যের চূড়ান্ত মূল্য হিসেব করা যাবে। সুতরাং উভয়পক্ষ লেটার অব ক্রেডিটের যে সময়সীমার উপর চুক্তি করবে তা শেষ হওয়ার কালে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা যাবে। আর যদি ট্রেন, লরী কিংবা কার্গো বিমানের মাধ্যমে পণ্য আমদানী করা হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পেশ করার মাধ্যমে ইমপোর্টার ব্যাংকের পক্ষ থেকে সরাসরি পণ্য গ্রহণ করবে, এবং পরবর্তীতে মুরাবাহা চুক্তির আওতায় ব্যাংক থেকে তা ক্রয় করে নিবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের এজেন্ট হিসেবে ইমপোর্টার পণ্য গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত ব্যাংক এবং তার মধ্যকার মুরাবাহা চুক্তি সম্পন্ন করা বৈধ হবে না। সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র গ্রহণ করার পর পণ্যের চূড়ান্ত মূল্য হিসেব করা হবে এবং ক্রেডিট-এর চুক্তিবদ্ধ সময়সীমা শেষ হওয়ার প্রাক্কালে তা পরিশোধ করা যাবে (Shariah Advisory Council 2019, 3)।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Method)

গবেষণা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রবন্ধে অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতি উল্লেখ করা জরুরী। আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

প্রথম পদ্ধতিঃ গুণাত্মক পদ্ধতি (Qualitative Method)

সাধারণত যে কোন তাত্ত্বিক গবেষণা, কেস স্টাডি পরিচালনা, বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, তথ্য-উপাত্ত আলোচনা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুণাত্মক পদ্ধতি দারুণভাবে সহায়ক। বিদ্যমান কোন তত্ত্বের মূল্যায়ন, বর্তমান কোন স্টাডির পর্যালোচনা, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, নতুন কোন তত্ত্বের সুচনাকরণ, কিংবা তাত্ত্বিক কোন কাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে (Valtakoski 2019, 8)। তাত্ত্বিকভাবে ইসতিজরার চুক্তির আলোচনা এবং ইসলামিক ব্যাংকিং পণ্যতে এর প্রয়োগের মূল্যায়ন এর উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কোন বিষয়কে সামনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতামত ও অভিজ্ঞতা জানার জন্য গুণাত্মক পদ্ধতির ব্যবহার যথাযথ। যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন স্টাডি হয়েও থাকে, তারপরও গুণাত্মক পদ্ধতির ব্যবহার সেক্ষেত্রে নতুন তত্ত্ব, মূল্যায়ন কিংবা প্রয়োগ সংযোজনে সহায়ক হয়ে থাকে (Cho, Grenier, and Williams 2022, 685)।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis)

এ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক (primary) এবং দ্বৈতয়িক (secondary) দু'ধরনের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে কন্টেন্ট পর্যালোচনার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে যে কোনো প্রবন্ধের বিষয়বস্ত কিংবা উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদ্যমান অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত সামগ্রিক অধ্যয়ন, পর্যালোচনা কিংবা মূল্যায়ন করা হয়। প্রাসঙ্গিক সকল সাহিত্য ও তথ্য-উপাত্তের সামগ্রিক পর্যালোচনার জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি (Spens & Kovács 2006, 374)। ইসতিজরার চুক্তির তাত্ত্বিক আলোচনা তথা এর শর'য়ী

বিধান, মুসলিম স্কলারদের মতামত, ইসতিজারার এর ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের নানাবিধ স্কুলের অবস্থান, ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্য বিদ্যমান অন্যান্য প্রবন্ধ, সাহিত্য, এবং তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামী আইনের বিভিন্ন মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ক্লাসিক্যাল উৎসগুলোর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উপরন্তু ইসলামিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রণীত শরীয়াহ স্টান্ডার্ড এবং রেজুলেশনগুলো বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

তৃতীয় পদ্ধতিঃ গুণাত্মক সাক্ষাতকার (Qualitative Interview)

এ প্রবন্ধ রচনায় প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে গুণাত্মক সাক্ষাতকার-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণাত্মক সাক্ষাতকার একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলে বিবেচিত (Qu & Dumay 2011, 238)। বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং এর প্রোডাক্টস উন্নয়নে ইসতিজরার চুক্তি কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে, এবং এ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান কী হতে পারে, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা-পর্যালোচনা করার জন্য গুণাত্মক সাক্ষাতকার পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে।

গুণাত্মক সাক্ষাতকারের জন্য বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং জগতের পাঁচ (৫) জন শীর্ষস্থানীয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা, পাঁচ (৫) জন সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ কর্মকর্তা এবং নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের তিন (৩) জন কর্মকর্তা বাছাই করা হয়েছে, এবং প্রত্যেকের সাথে এককভাবে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সাক্ষাতকারে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কতিপয় উন্মুক্ত প্রশ্ন (open-ended questions) ব্যবহার করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ না করার উদ্দেশ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে (IE), শরীয়াহ কর্মকর্তাদের জন্য (SE), এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে (RE) ইত্যাদি সাংকেতিক নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে গুণাত্মক সাক্ষাতকারে ব্যবহৃত উন্মুক্ত প্রশ্নাবলী নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো:

	বিষয়বস্তু	উন্মুক্ত প্রশ্নাবলী
১	ইসতিজরার চুক্তির শর'য়ী ও আইনি বিধান	শরীয়া'হর আলোকে ইসতিজরার চুক্তির বিধান কি? এ চুক্তি কি শরীয়াহ অনুমোদিত?
২	মুরাবাহা ও মু'আজ্জাল বিনিয়োগে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ	বাংলাদেশে প্রচলিত মুরাবাহা ও মু'আজ্জাল বিনিয়োগে ইসতিজরার চুক্তি কি প্রয়োগ করা যাবে?
৩	এলসি বিনিয়োগে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ	বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামিক এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিনিয়োগে ইসতিজরার চুক্তি কি প্রয়োগ করা যাবে?
৪	ইসতজিরার প্রোডাক্টের অবকাঠামো গঠন	ইসতজিরার প্রোডাক্টের অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও শর্তাবলি কি?
৫	ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও সমাধান কি হতে পারে?

সারণি ১: গুণাত্মক সাক্ষাতকারের বিষয়বস্তু এবং প্রধান প্রশ্নসমূহ (লেখক)।

ইসতিজরার চুক্তির শর'য়ী ও আইনি বিধান

প্রবন্ধে ব্যবহৃত গুণাত্মক সাক্ষাতকারের সকল উত্তরদাতা (2021) একবাক্যে মতামত দিয়েছেন, ইসতিজরার একটি শরীয়াহ অনুমোদিত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। ইসতিজরার সাধারণত সরবরাহ চুক্তি, যেখানে একটি প্রধান ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির আওতায় বিক্রেতা ধারাবাহিকভাবে পণ্য সরবরাহ করে থাকে, এবং ক্রেতা যখন-তখন পণ্য গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণত চুক্তির মেয়াদ শেষে মূল্য পরিশোধ করা হয়, এবং চুক্তিকালীন কিংবা পরিশোধকালীন যে কোনো সময়ে মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। যদি চুক্তিকালীন সময়ে পণ্যের বিস্তারিত বর্ণনা এবং তার মূল্য নির্ধারণ করে নেয়া হয়ে থাকে, তাহলে শরীয়াহ'র দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু যদি চুক্তিকালীন সময়ে মূল্য নির্ধারণ না করে পরবর্তী সময় তথা পরিশোধকালীন সময়ে মূল্য ঠিক করার জন্য রেখে দেয়া হয়, তাহলে তা গারার (অনিশ্চয়তা) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যদি গারার চূড়ান্ত পর্যায়ের হয়ে থাকে, যার প্রেক্ষিতে চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষের মাঝে ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত চুক্তি শরীয়াহ'র দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল বলে গণ্য হবে (AAOIFI 2017, 772)। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও ইসতিজরার চুক্তি হওয়ার প্রাক্কালে পণ্য মূল্য নিয়ে আলোচনা এবং তা নির্ধারিত না হয়ে থাকে, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে এটি স্পষ্ট থাকে যে, উভয় পক্ষ পণ্যের বাজার দর কিংবা প্রচলিত মূল্য সম্পর্কে অবগত এবং সেভাবেই চুক্তি সম্পন্ন করতে রাজী হয়। সুতরাং ইসতিজরার চুক্তিতে যদিও গারার থাকার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু বাজারের প্রচলিত কার্যক্রম, চুক্তির সকল পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি এবং বাজার দর সম্পর্কে তাদের অবগতি ইত্যাদি কারণে উক্ত গারার দূর হয়ে যায় কিংবা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসে (IE#1, 2021)। এভাবে গারার দূর হয়ে গেলে তখন চুক্তি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মাঝে পণ্য মূল্য নিয়ে বাদানুবাদ হওয়ার সম্ভাবনা আর অবশিষ্ট থাকে না, সেক্ষেত্রে ইসতিজরার চুক্তি সম্পন্ন এবং কার্যকর করা যেতে পারে। যদি চুক্তি করার প্রাক্কালে পণ্যের মূল্য আগাম নির্ধারিত করা হয়, তাহলে তখন মূল্য উঠা নামার ঝুঁকি দেখা দিবে, যা অবশ্যই বাস্তবিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান করতে হবে (IE#4, 2021)।

ইসতিজরার একটি বৈধ চুক্তি, যা ইসলামী শরীয়ায় শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত (SE#3, 2021)। ইসলামী আইনের একটি মূলনীতি হচ্ছে, 'মুআমালাত তথা লেনদেনের মৌলিক বিধান হচ্ছে বৈধতা'। সুতরাং ইসতিজরার চুক্তির মৌলিক বিধান হচ্ছে বৈধতা, যতক্ষণ না এর সাথে অবৈধ কোনো কিছুর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে (SE#5, 2021; Zaidān 2001, 178)। ইসতিজরার চুক্তির মাধ্যমে জনকল্যাণ অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত থাকে, এবং দলিল-দস্তাবেজ ও চুক্তির খরচ সাশ্রয় হয়। সুতরাং এর বৈধতা 'মাসালিহ মুরছালাহ' তথা 'জনকল্যাণ' (ইসলামে যে জনকল্যাণ সুস্পষ্টভাবে অনুমোদিত নয় আবার প্রত্যাখ্যাতও নয়) এর মাধ্যমে প্রমাণিত, যা ইসলামী আইনের অন্যতম দ্বৈতয়িক একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত (Al Zuḥailī 1986, 752; IE#1, 2021)।

সাক্ষাতকার থিম	উত্তরদাতাদের মন্তব্য
থিম#১: ইসতিজরার চুক্তির শর'য়ী ও আইনি বিধান	ইসতিজরার মূলতঃ একটি সরবরাহ চুক্তি, যার অর্থ হচ্ছে বারংবার ক্রয়-বিক্রয়।এটি একটি শরীয়াহ সম্মত ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইসতিজরার চুক্তির বৈধতা ইস্তিহসান, উরফ, এবং মাসালিহ মুরসালাহ দ্বারা প্রমাণিত। বৈধ হওয়ার জন্য এ চুক্তিতে এমন পর্যায়ের অনিশ্চয়তা থাকতে পারবে না, যা ঝগড়ার সূচনা করে। এখানে বারংবার চুক্তি করা ব্যতিরেকে একটি প্রধান চুক্তির আওতায় একাধিক ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা যেতে পারে। বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইসতিজরার বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রচুর। ইসতিজরার চুক্তির মাধ্যমে সময়, শ্রম এবং দলিল-দস্তাবেজ ও চুক্তি সংক্রান্ত খরচের সাশ্রয় হয়।

সারণি ২: থিম #১ এবং উত্তরদাতাদের মন্তব্য (লেখক)

কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ইসলামী আইনের সকল মাযহাবে ইসতিজরার একটি বৈধ চুক্তি হিসেবে অনুমোদিত। তবে শর্তগুলো সাধারণত চুক্তির স্বচ্ছতা, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর পারস্পরিক সম্মতি, ক্রেতা-বিক্রেতার কল্যাণ অর্জন, পণ্যের গুণগত মান, এবং সময়মত মূল্য পরিশোধ, ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই আরোপ করা হয়েছে (SE#3, 2021)। ইসতিজরার এর বৈধতার ক্ষেত্রে শরীয়াহ'র দিক থেকে নেতিবাচক কিছু নেই, যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট চুক্তি, পণ্য এবং মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি সঠিকভাবে হয় (IE#2; SE#1, 2021)। উল্লেখ্য যে, সাধারণত ইসতিজরার মুরাবাহা, মুশারাকা ইত্যাদির ন্যায় স্বতন্ত্র কোনো চুক্তি নয়; বরং এটি ক্রয়-বিক্রয়ের একটি মাধ্যম মাত্র। এটি মুরাবাহা, মুশারাকা ইত্যাদি যে কোনো চুক্তির সাথে প্রয়োগ করা যায়, তাই একে মাধ্যম বা সহযোগী চুক্তি হিসেবে নামকরণ করা যেতে পারে, যা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির ব্যবহারকে সহজতর করে তোলে (IE#2, 2021)।

ইসতিজরার এর মূল ভিত হচ্ছে মুরাবাহা চুক্তি। মুরাবাহা একটি বৈধ চুক্তি তাই ইসতিজরার চুক্তিও বৈধ হবে এবং মুরাবাহার যাবতীয় নিয়ম-নীতি ইসতিজরার এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে (SE#4, 2021)। যেহেতু মুরাবাহার একটি শাখা অথবা প্রাসঙ্গিক চুক্তি হচ্ছে ইসতিজরার (IE#3, 2021), তাই মুরাবাহা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় নিয়ম-নীতি তথা চুক্তির প্রস্তাব এবং গ্রহণ, পণ্য হস্তান্তর এবং মূল্য পরিশোধসহ অন্যান্য নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ইসতিজরার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি মাস্টার মুরাবাহা চুক্তির আওতায় ধাপে ধাপে একাধিকবার ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে, এবং সেক্ষেত্রে প্রতিটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নতুন করে চুক্তি করার প্রয়োজন ঘটবে না। এভাবে ইসতিজরার চুক্তির ব্যবহার বারংবার চুক্তি এবং তদ্বসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তৈরী করার ঝুঁকি-ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে। অবশ্যই, শুধুমাত্র একবার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুরাবাহা চুক্তির ব্যবহার উত্তম (SE#4; IE#3; RE#1, 2021)।

নিঃসন্দেহে ইসতিজরার একটি শারীয়াহ অনুমোদিত সরবরাহ চুক্তি। ইসলামিক ফাইন্যান্সে যদিও এর ব্যবহার কম, কিন্তু বাংলাদেশের জনজীবনে এর ব্যবহার প্রচুর। সাধারণত বাংলাদেশের সমাজ জীবনের প্রচলিত রীতি হচ্ছে, মানুষ পুরো মাস ব্যাপী কোনো একটি দোকান থেকে বাকীতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে থাকে, এবং মাস শেষে কিংবা মাসের নির্ধারিত একটি দিনে যখন বেতন পায় তখন পণ্য মূল্য পরিশোধ করে থাকে। পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো দর কষাকষি হয় না; বরং সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার মূল্য ধরে হিসেব করা হয়। একে বলা হয় 'উরফ' বা প্রচলিত রীতি (custom)। 'উরফ' ইসলামী আইনের উল্লেখযোগ্য একটি উৎস, আর ইসতিজরার চুক্তির বৈধতা উক্ত 'উরফে'র মাধ্যমে প্রমাণিত (SE#2; SE#3; IE#1, 2021)। 'উরফ' তথা সমাজের প্রচলিত রীতি মোতাবেক যে কোনো চুক্তি কিংবা চুক্তির প্রয়োগ পদ্ধতি অনুমোদিত হতে পারে, যতক্ষণ না সমাজের প্রচলিত রীতিতে শরীয়াহ'র সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু না থাকে (Al Zuḥailī 1986, 828; SE#3, 2021)।

তবে ইসতিজরার চুক্তি 'বাইয়ে তাআতী' চুক্তি সদৃশ। 'বাইয়ে তাআতী' হচ্ছে মৌখিক কোনো কথাবার্তা কিংবা দর কষাকষি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র পণ্য গ্রহণ এবং মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন করা, যা সাধারণত বর্তমানের সুপার মার্কেটে ঘটে থাকে। তেমনিভাবে ইসতিজরার চুক্তিতেও একটি মাস্টার চুক্তির তত্ত্বাবধানে মৌখিক কোনো কথাবার্তা ছাড়া ধাপে ধাপে অন্যান্য চুক্তিগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে পণ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কতক স্কলার ইসতিজরার চুক্তিকে 'বাইয়ে তাআতী' চুক্তি নামেও অভিহিত করেছেন (SE#5, 2021)। উপরন্তু যেহেতু ইসতিজরার হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-নীতি এখানে প্রযোজ্য হবে। তাই ইসতিজরার চুক্তিতে ইসলামী শরীয়াহতে নিষিদ্ধ কোনো বিষয় যেমন সূদ, অনিশ্চিত উপাদান (গারার), কিংবা জুয়ার উপাদান ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। চুক্তি সংশ্লিষ্ট পণ্য-দ্রব্য অবশ্যই হালাল ও পবিত্র হতে হবে। ইসতিজরার চুক্তির আওতাধীন সকল সরবরাহ শরীয়াহ নীতির আলোকে হতে হবে। এছাড়াও নিয়ম ও চুক্তি অনুযায়ী পণ্য হস্তান্তর এবং মূল্য পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে (IE#5, 2021)।

আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে, যেহেতু ইসতিজরার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, তাই দেশীয় আইন অনুযায়ী এটি বৈধ না হওয়ার কোনো কারণ নেই, এবং ইসলামিক ব্যাংকিং-এ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি মেনেই তা প্রয়োগ করা যাবে (RE#3, 2021)। যেহেতু বাংলাদেশের মার্কেটে ইসতিজরার সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রোডাক্ট, তাই চালু করার পূর্বে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও শরীয়াহ

বোর্ডের মতামত নেয়া আবশ্যক। বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনে যদিও বিক্রয়-ভিত্তিক বিনিয়োগের উল্লেখ আছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ইসতিজরার চুক্তির উল্লেখ নেই। তবে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড তা চালু করতে অনুমোদন দেয়, তাহলে এক্ষেত্রে আইনত কোনো অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সাথে সাথে গারার-এর সমস্যাসহ অপরাপর সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ ইস্যুগুলোও যথাযথভাবে সমাধা করতে হবে। সর্বোপরি যদি ইসতিজরার বিনিয়োগ সংক্রান্ত গাইডলাইন যথাযথভাবে তৈরী করা হয় এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ বোর্ডের অনুমোদনসহ শরীয়াহ ইস্যু, প্রচলিত ব্যাংকিং রীতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুসরণ করা হয়, তাহলে বাংলাদেশের মার্কেটে ইসতিজরার প্রোডাক্ট চালু করতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয় (RE#2; RE#3, 2021)।

ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহ এবং মুআজ্জাল বিনিয়োগে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ অতি পরিচিত দু'টি বিনিয়োগ চুক্তি মুরাবাহা এবং মুআজ্জাল-এর ন্যায় ইসতিজরার চুক্তিভিত্তিক নতুন প্রোডাক্ট চালু করা যাবে, যা সাধারণত বিক্রয় চুক্তিভিত্তিক বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত হবে। বিকল্প হিসেবে নয়; বরং কাস্টমারের চাহিদা, প্রয়োজন এবং অবস্থার আলোকে মুরাবাহা এবং মুআজ্জাল এর ন্যায় ইসতিজরার বিনিয়োগও স্বতন্ত্রভাবে চালু করা যেতে পারে। তবে যেহেতু এটি নতুন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি, তাই চালু করার পূর্বে বিস্তারিতভাবে অপারেশনাল গাইডলাইন তৈরী করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে (RE#2, 2021)।

অপর একজন উত্তরদাতা বলেন: ইসতিজরার বিনিয়োগ সম্ভব, বিশেষ করে যেখানে ধারবাহিকভাবে বারংবার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। যখন কেউ ধারাবাহিকভাবে কোনো সাপ্লায়ার থেকে বারংবার একই প্রোডাক্ট কিংবা ভিন্ন ভিন্ন প্রোডাক্টস ক্রয় করতে থাকে, সেক্ষেত্রে সে ইসতিজরার পদ্ধতি বেছে নিতে পারে। তবে অবশ্যই এক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য, পরিমাণ, গুণাগুণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো উভয়পক্ষের নিকট জ্ঞাত এবং সুস্পষ্ট থাকতে হবে, যাতে কোনো ধরনের বিবাদ সৃষ্টি না হয়। এক্ষেত্রে মুরাবাহা'র থেকে ইসতিজরার পদ্ধতি উত্তম, কারণ মুরাবাহা'র ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার ক্রয়-বিক্রয়ের নতুন করে চুক্তি করা আবশ্যক, আর ইসতিজরার পদ্ধতিতে প্রত্যেকবার নতুন করে চুক্তির প্রয়োজন নেই; বরং একটি মাস্টার চুক্তির আওতায় একাধিকবার প্রোডাক্টস ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। ইসতিজরার চুক্তির অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বিশেষ করে দীর্ঘ সময়ের চুক্তির ক্ষেত্রে যদি পণ্যের মূল্য পরিবর্তন হয়, তাহলে তা কিভাবে সমন্বয় করা হবে সে বিষয়ে চুক্তি করার সময়ে উভয় পক্ষ আলোচনা করে নিতে হবে (SE#4, 2021)।

সাক্ষাতকার থিম	উত্তরদাতাদের মন্তব্য
থিম #২: মুরাবাহা ও মুআজ্জাল বিনিয়োগে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ	স্বতন্ত্র বিনিয়োগ পদ্ধতি কিংবা মুরাবাহা ও মুআজ্জাল বিনিয়োগের সম্পূরক পদ্ধতি, দুই উপায়েই ইসতিজরার বিনিয়োগ চালু করা সম্ভব। ইসতিজরার চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক শরীয়াহ'র নীতি মেনে সাপ্লায়ার থেকে নিয়মিতভাবে প্রোডাক্টস ক্রয় করতে সক্ষম হবে। ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ বিনিয়োগ কার্যক্রমকে সহজ ও বেগবান করবে, এবং এক্ষেত্রে বারংবার চুক্তি এবং কাগজপত্র তৈরী করার প্রয়োজন হবে না। ইসতিজরার প্রয়োগের মাধ্যমে সময়, শ্রম, কর্মঘন্টা, খরচ ইত্যাদির সাশ্রয় হবে । এটি ব্যাংক এবং ক্লায়েন্ট উভয়ের জন্য সহজ ও উপকারী হবে। ইসতিজরার প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মুরাবাহা সংক্রান্ত সম্ভাব্য শরীয়াহ লঙ্ঘন হ্রাস পাবে। সর্বোপরি বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ ইতিবাচক ও কল্যাণকর ভূমিকা পালন করবে।

সারণি ৩: থিম #২ এবং উত্তরদাতাদের মন্তব্য (লেখক)।

মূলতঃ ইসতিজরার এবং মুরাবাহা একই ধরনের চুক্তি, কিংবা প্রথমটি দ্বিতীয়টির শাখা বা সংশ্লিষ্ট চুক্তি সমতুল্য, যেমনটি একাধিক উত্তরদাতা বলেছেন (IE#3; SE#2, 2021)। শরীয়াহ পরিপালন করে যখন কোনো ব্যাংক নিয়মিতভাবে কোনো বিক্রেতা থেকে পণ্য ক্রয় করে, তখন ইসতিজরার চুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে (RE#3, 2021)। যে কেউ ব্যাংকের সাথে মুরাবাহা এবং মু'আজ্জাল চুক্তি করে, তদস্থলে সে ইসতিজরার চুক্তি ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য উপকার লাভ করতে পারে (RE#1, 2021)। মুরাবাহা এবং মুআজ্জাল বিনিয়োগের সাথে যদি ইসতিজরার চুক্তির সমন্বয় করা যায়, সেক্ষেত্রে ইসতিজরার চুক্তির যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনটি একজন উত্তরদাতা বলেছেন। একই সাপ্লায়ার থেকে বারংবার পণ্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে যদি ইসতিজরার চুক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তা ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্য সুবিধাজনক হবে। একদিকে ক্রেতা সময়মত পণ্য সংগ্রহ করতে পারবে এবং অপরদিকে বিক্রেতা পণ্য স্টক করার ঝুঁকি কমিয়ে দ্রুত পণ্য বিক্রয় এবং সরবরাহ করতে পারবে। এছাড়াও মুরাবাহার সাথে যদি ইসতিজরার ব্যবহার করা হয় তাহলে বারংবার চুক্তি করার সময়, শ্রম এবং খরচ ইত্যাদির সাশ্রয় হবে, যা ইসতিজরার ব্যতিরেকে শুধু মুরাবাহা চুক্তির ক্ষেত্রে হবে না (IE#2, 2021)।

সাধারণত মুরাবাহা ও মুআজ্জাল বিনিয়োগে প্রতিটি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক চুক্তি করতে হয়, আর ব্যাংকিং কার্যক্রম হিসেবে এক্ষেত্রে প্রচুর কাগজপত্র তৈরী করার প্রয়োজন পড়ে। ব্যাংকের শরীয়াহ তদন্তে সংশ্লিষ্ট চুক্তি, মূল্য নির্ধারণ, লাভের পরিমাণ নির্ধারণ, ইত্যাদি সঠিকভাবে করা হয়েছে কি-না, তা যাচাই করা হয়ে থাকে। তাই সাধারণত সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংরক্ষণ করে রাখা ব্যাংকের জন্য আবশ্যক, যা শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ একটি বিষয়। এক্ষেত্রে সিঙ্গেল মুরাবাহা চুক্তির স্থলে যদি ইসতিজরার চুক্তি করা হয়, তাহলে বারংবার না করে একবার কাগজপত্র তৈরী করলে যথেষ্ট হয়, যার ফলশ্রুতিতে অনেক শ্রম, সময় এবং খরচ সাশ্রয় হয়, এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা সহজতর হয় (SE#3; SE#5, 2021)। ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক্সাইজ ডিউটিসহ অন্যান্য চার্জসমূহ বারবার দিতে হয় না, এবং এদিক থেকে ইসতিজরার চুক্তি কাস্টমার বান্ধবও বটে, যদি তা সঠিকভাবে ডিজাইন করা হয় (IE#4, 2021)। যে কোনো কিছু বিক্রয় করার পূর্বে বিক্রীত পণ্য ক্রেতার মালিকানায় এবং নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়; কিন্তু বাংলাদেশে সিঙ্গেল মুরাবাহা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত এর ব্যত্যয় ঘটে। ইসতিজরার চুক্তির ক্ষেত্রে বিক্রেতার মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতার শর্ত ততটা কঠিন নয়। এছাড়াও ইসতিজরার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য নিয়ম-নীতি অধ্যয়ন করা এবং সে অনুযায়ী পরিপালন করা আবশ্যক। সুতরাং যেমনটি একজন উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন, প্রয়োগ করার পূর্বে ইসতিজরার নিয়ে পর্যাপ্ত অধ্যয়ন প্রয়োজন, যাতে করে সঠিকভাবে ইসতিজরার প্রোডাক্ট ডিজাইন করা যায়। তবে প্রাথমিকভাবে এটি নিশ্চিত করে বলা যায়, ইসতিজরার হচ্ছে মুরাবাহা চুক্তির সম্পূরক কিংবা উত্তম বিকল্প (IE#3, 2021)।

কখনো কখনো বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকগুলো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাপোর্টের জন্য কাস্টমারকে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণে মুরাবাহা বিনিয়োগ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কাস্টমার সাধারণত নিয়মিতভাবে কিছু পণ্য ক্রয় করে থাকে, যেখানে বিক্রেতা তথা সাপ্লায়ার একই থাকে। আবার এমনিতে কোনো কোনো কাস্টমার দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে একই সাপ্লায়ার থেকে এক বা একাধিক পণ্য নিয়মিতভাবে ক্রয় করে থাকে। সাধারণত এ সকল ক্ষেত্রে ব্যাংক মুরাবাহা বিনিয়োগ করে থাকে, আবার কোনো কোনো ব্যাংক এর নাম দিয়ে থাকে 'মুরাবাহা মুআজ্জাল'। এ সকল ক্ষেত্রে ইসতিজরার এর প্রয়োগ যথার্থ হতে পারে (SE#1, 2021)। যদি কোনো ক্লায়েন্ট একই সাপ্লাইয়ার থেকে শতবার প্রোডাক্ট ক্রয় করে, সেক্ষেত্রে ইসতিজরার প্রয়োগ করলে ব্যাংকের জন্য শতবার পে অর্ডার করা এবং বারবার দর কষাকষি করার প্রয়োজন হবে না। ইসতিজরার সুবিধার আওতায়, ক্লায়েন্টের সাথে সাধারণ একটি এজেন্সী চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে বারংবার মুরাবাহা বিনিয়োগ প্রদান করতে সক্ষম হবে। এ চুক্তির আওতায় ক্লায়েন্ট ব্যাংকের পক্ষে পণ্য গ্রহণ করবে এবং তারপর মুরাবাহা চুক্তি স্বাক্ষর করবে। পরবর্তীতে চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ব্যাংক সবগুলো মূল্য হিসেব করে পরিশোধ করে দিবে (IE#1, 2021)। মুরাবাহা এবং মুআজ্জাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত সময়ের

স্বল্পতা, দূরবর্তী এলাকা কিংবা আরো কোনো কারণে যদি সরাসরি পণ্য গ্রহণ করা ব্যাংকের পক্ষে অসম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে ব্যাংক ক্লায়েন্টের সাথে এজেন্সী চুক্তির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করে থাকে। এ পরিস্থিতিতে ইসতিজরার এর প্রয়োগ একটি উল্লেখযোগ্য সমাধান নিয়ে আসতে পারে। যদিও এখনো ইসতিজরার এর প্রয়োগ ততটা প্রচলিত নয়; তারপরও এর প্রয়োগ ব্যাংক এবং ক্লায়েন্ট উভয়ের জন্য সুবিধাজনক হবে (IE#5, 2021)।

এক্সপোর্ট এবং ইমপোর্ট বিনিয়োগে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ

ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স তথা আমদানী এবং রপ্তানী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসতিজরার চুক্তি প্রয়োগ করার সমূহ সুযোগ আছে (RE#1; RE#2; IE#5, 2021)। এক্সপোর্ট এবং ইমপোর্ট বিনিয়োগে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ সম্ভব যেখানে আংশিক শিপমেন্ট এবং ধারাবাহিকভাবে একাধিক ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে (SE#4, 2021)। বিশেষ করে পোস্ট-ইমপোর্ট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, যেখানে ইসলামিক ব্যাংক সাধারণত মুরাবাহা চুক্তি ব্যবহার করে থাকে, যা 'মুরাবাহা পোস্ট-ইমপোর্ট (এমপিআই) নামে পরিচিত, সেক্ষেত্রে ইসতিজরার চুক্তি প্রয়োগযোগ্য (SE#2; IE#4; SE#1, 2021)। তবে উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো উত্তরদাতা মনে করেন এখানে মুরাবাহা বিনিয়োগ অধিক প্রযোজ্য (SE#1, 2021)।

যদিও অধিকাংশ উত্তরদাতার মতামত হচ্ছে, এক্সপোর্ট এবং ইমপোর্ট উভয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসতিজরার প্রয়োগযোগ্য, তবে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করে বলেন এটি শুধুমাত্র ইমপোর্ট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে মুরাবাহা চুক্তি ব্যবহার করা হয় (IE#3; SE#3, 2021)। যেখানে একই সাপ্লায়ার থেকে বারংবার ভিন্ন কিংবা অভিন্ন পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করা হয়, সেক্ষেত্রে ইসতিজরার প্রয়োগযোগ্য। ট্রেড ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত সাপ্লায়ার ভিন দেশী হয়, এবং একই সাপ্লায়ার এর সাথে বারংবার ক্রয়-বিক্রয় নাও হতে পারে। তাই রিস্ক এবং প্রোডাক্ট সফলতা বিবেচনায় ট্রেড ফাইন্যান্সিং এর জন্য ইসতিজরার উপযুক্ত নয় (IE#2, 2021)। উপরন্তু এখানে আরেকটি ইস্যু হচ্ছে, যদি সাপ্লায়ার নির্দিষ্ট না থাকে তাহলে ইসতিজরার চুক্তির মূল্য পরিশোধ কার নিকট করবে। সাধারণত ট্রেড ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট বিভিন্ন দেশ থেকে এবং বিভিন্ন সাপ্লায়ার থেকে পণ্য আমদানী করে থাকে। তবে হ্যাঁ, যদি সাপ্লায়ার নির্দিষ্ট থাকে, তখন ইসতিজরার প্রয়োগ করা যাবে। তারপরও একই ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দু'ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি এক্ষেত্রে সমস্যার উদ্রেক করতে পারে (SE#1, 2021)।

ট্রেড ফাইন্যান্সিং-এ ইসতিজরার প্রয়োগে আরও অসুবিধা আছে। ইসতিজরার চুক্তির আওতায় ব্যাংক সাপ্লায়ার থেকে পণ্য ক্রয় করে থাকে, এবং পরে অপর একটি স্বতন্ত্র সমান্তরাল ইসতিজরার চুক্তির মাধ্যমে ক্লায়েন্টের নিকট তা বিক্রি করে। তবে বিক্রয়ের পূর্বে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যাংকের আওতায় আসতে হবে। এছাড়াও এলসি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, যেহেতু সাপ্লায়ার ভিন

দেশের অধিবাসী তাই ধারাবাহিক ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য ওঠা-নামার কারণে ঝগড়া ও বিতর্কের সূচনা হতে পারে। এজন্য কোনো কোনো উত্তরদাতা মনে করেন, এলসি বিনিয়োগে, বিশেষ করে ইমপোর্ট এর ক্ষেত্রে, ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ সম্ভব, তবে চ্যালেঞ্জিং (SE#5, 2021)।

সাক্ষাতকার থিম	উত্তরদাতাদের মন্তব্য
থিম #৩: এক্সপোর্ট এবং ইমপোর্ট বিনিয়োগে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ	সকল উত্তরদাতা একমত, পোস্ট-ইমপোর্ট মুরাবাহার (এমপিআই) ক্ষেত্রে ইসতিজরার চুক্তি প্রয়োগযোগ্য। এক্সপোর্ট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসতিজরার বিনিয়োগ করা যাবে কি-না, এ বিষয়ে উত্তরদাতাগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। সাধারণত লোকাল এবং ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র ক্ষেত্রে ইসতিজরার চুক্তি প্রয়োগযোগ্য, যেখানে অধিকাংশ সময়ে একই সাপ্লায়ার থেকে ধাপে ধাপে নানাবিধ পণ্য ক্রয় করা হয়। আন্তর্জাতিক এলসি'র ক্ষেত্রেও ইসতিজরার বিনিয়োগ প্রয়োগযোগ্য, যদি একই সাপ্লায়ার থেকে বারংবার ক্রয় চুক্তি করা হয়। সর্বোপরি, আমদানী ও রপ্তানী বিনিয়োগে ইসতিজরার চুক্তি ব্যবহার করা যাবে, তবে তা অবশ্যই দেশীয় আইনের সাথে সমন্বয় করে করতে হবে।

সারণি ৪: থিম #৩ এবং উত্তরদাতাদের মন্তব্য (লেখক)।

অপরদিকে, লোকাল এলসির ক্ষেত্রে যদি একই স্থানীয় সাপ্লায়ার থেকে বারংবার ক্রয় করা হয়, সেক্ষেত্রে ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগের একটি সুযোগ রয়েছে (IE#2; IE#3, 2021)। কোনো কোনো ক্লায়েন্ট স্থানীয় মার্কেট থেকে বিদেশী পণ্য কিংবা কাঁচামাল ক্রয় করে থাকে। এক্ষেত্রে তার সাপ্লায়ার হয়তবা ব্যক্তিগতভাবে উক্ত পণ্য আমদানী করে থাকে, কিংবা অন্য কোনো ইম্পোর্টার থেকে ক্রয় করে তারপর সাপ্লাই দিয়ে থাকে। সাধারণত বড় বড় কোম্পানী এবং ফ্যাক্টরীগুলো সুনির্দিষ্ট এক বা একাধিক সাপ্লায়ার এর সাথে লেনদেন করে থাকে। তাই তারা মার্কেটে গিয়ে সকল সাপ্লায়ার থেকে বেছে বেছে প্রোডাক্ট ক্রয় করে না; বরং তাদের সুনির্দিষ্ট সাপ্লায়ার বিভিন্ন বিক্রেতা থেকে প্রয়োজনীয় সকল পণ্য সংগ্রহ করে তাদেরকে সরবরাহ করে থাকে। এক্ষেত্রে ইসতিজরার বিনিয়োগের ভাল সুযোগ রয়েছে (SE#1, 2021)। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লোকাল এলসি বিনিয়োগে ব্যাংক মাস্টার এলসির আওতায় ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে ইসতিজরার বিনিয়োগের একটি সুযোগ রয়েছে, যেখানে একটি মাস্টার চুক্তির আওতায় বিভিন্ন ধাপে পণ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা যাবে। গার্মেন্টস বিনিয়োগে প্রদত্ত মাস্টার এলসির আওতায় ব্যাক-টু-ব্যাক স্থানীয় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ক্লায়েন্ট বিভিন্ন সাপ্লায়ার থেকে বিভিন্ন কাঁচামাল, ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। এখানে ক্লায়েন্ট ধাপে ধাপে নির্ধারিত মূল্যে সুনির্দিষ্ট পণ্য

কিংবা কাঁচামাল সংগ্রহ করে থাকে। এক্ষেত্রে ইসতিজরার বিনিয়োগ ব্যাংক এবং ক্লায়েন্ট উভয়ের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে (IE#5, 2021)।

ইসতিজরার বিনিয়োগের কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতি

অদ্যাবধি বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং-এ ইসতিজরার এর কোনো ব্যবহার নেই। তাই এখানে এর প্রয়োগ শুরু হওয়া প্রয়োজন, তবে শুরু করার আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রোডম্যাপ, নীতিমালা, প্রয়োজনীয় কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন করে এগুলো প্রস্তুত করা প্রয়োজন (SE#1, 2021)। অপারেশনাল নীতিমালা করার জন্য অবশ্যই ইসতিজরার সম্পর্কিত শরীয়াহ'র বেসিক মূলনীতি জানা আবশ্যক। যে কোনো ব্যাংকিং প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তি সম্বলিত শরীয়াহ'র বেসিক নীতিমালার পরিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নিয়ন্ত্রণ কিংবা নীতিমালা প্রণয়নকারী সংস্থা (AAOIFI) থেকে সুস্পষ্ট শরীয়াহ মতামত, স্বচ্ছ নীতিমালা এবং বিস্তারিত শরীয়াহ যুক্তি-প্রমাণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন (IE#3, 2021)।

প্রথমবারের মত বাংলাদেশে ইসতিজরার বিনিয়োগ চালু করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের জন্য আবশ্যক একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা। উক্ত কমিটি ইসতিজরার সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরী করবে, যে গাইডলাইনে অবশ্যই বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ, শর্তাবলি, ঝুঁকির সম্ভাব্য সকল উপকরণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সমাধান থাকবে। ইসতিজরার প্রোডাক্ট প্রয়োগের পূর্বে যদি গাইডলাইন কিংবা প্রয়োগ পদ্ধতি তৈরী হয়ে যায়, তাহলে পরবর্তীতে কোনো জটিলতার সম্মুখীন হলে তা সমাধান করা সহজতর হয়ে যাবে (RE#2, 2021)। যেহেতু ইসতিজরার এখনো ব্যবহারে নেই, তাই চালু করার পূর্বে শরীয়াহ এক্সপার্টসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য এক্সপার্টসদেরও পরামর্শ নিতে হবে। তবে অবশ্যই এক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতি যেমন: মুরাবাহা এবং মু'আজ্জাল ইত্যাদির প্রায়োগিক নীতিমালাও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন (RE#1, 2021)। তবে ব্যাংক তার ক্লায়েন্টের সাথে সম্পাদিত ইসতিজরার চুক্তির দায় পরিশোধ করার জন্য প্রয়োজনে সমান্তরালভাবে সাপ্লায়ারের সাথে অপর একটি ইসতিজরার চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে উভয় ইসতিজরার চুক্তি অবশ্যই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হতে হবে (SE#5, 2021)। তবে কোনো কোনো উত্তরদাতার বক্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং-এ ইসতিজরার এর প্রয়োগ যে একেবারেই নেই তা না; বরং কোনো না কোনোভাবে এর প্রয়োগ আছে। যখন কোনো ডিলারশীপ চুক্তি হয়, যেখানে ধাপে ধাপে বছরব্যাপী প্রোডাক্ট সাপ্লাই দেয়া হয়, এবং মূল্য ও পণ্য ডেলিভারী নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়, সেক্ষেত্রে ইসতিজরার প্রয়োগ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইসতিজরার এর কাঠামো তৈরী করে নিতে হবে, যার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করা সম্ভব (SE#4, 2021)।

সাক্ষাতকার থিম	উত্তরদাতাদের মন্তব্য
থিম #৪: ইসতিজরার বিনিয়োগের কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা	ইসতিজরার বিনিয়োগ চালু করার পূর্বে এর কাঠামো গঠন এবং সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি,শরীয়াহ নীতিমালা ও দেশীয় আইন-কানুন সম্বলিত একটি গাইডলাইন তৈরী করা আবশ্যক। পণ্য দ্রব্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট ইস্যু অবশ্যই সমাধান করতে হবে। যদি মূল্য ফিক্সড হয় তাহলে কখন তা পরিবর্তন করা যাবে; আর যদি ফিক্সড না হয়, তাহলে পরিবর্তন করার নিয়ামকগুলো কি হবে, এসকল বিষয়ে সমাধান করে নিতে হবে। কাস্টমারের সাথে সম্পাদিত প্রথম ইসতিজরার চুক্তির দায় পরিশোধ করার জন্য প্রয়োজনে ব্যাংক সমান্তরালভাবে সাপ্লায়ারের সাথে অপর একটি ইসতিজরার চুক্তি করতে পারবে। ইসতিজরার বিনিয়োগ কাঠামো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

সারণি ৫: থিম #৪ এবং উত্তরদাতাদের মন্তব্য (লেখক)।

ইসতিজরার প্রোডাক্ট তৈরী করার প্রাক্কালে কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে নিতে হবে, যেমন: ইসতিজরার চুক্তি কোথায় কিভাবে হবে, কখন ইজাব-কবুল সম্পন্ন হবে, প্রোডাক্ট কখন ক্রয় করা হবে এবং কখন বিক্রয় করা হবে, পেমেন্ট এবং ডেলিভারী কখন কিভাবে হবে ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ের সমাধান না করে প্রোডাক্ট চালু করলে সেক্ষেত্রে শরীয়াহর ব্যত্যয় ঘটার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে ইসতিজরার মুরাবাহা বিনিয়োগের স্টাইলে চালু করা যাবে, যেখানে বেশি কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ তৈরী করার প্রয়োজন হবে না। এখানে একটি প্রধান চুক্তির আওতায় একাধিক ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে, এবং প্রতিটি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বারংবার চুক্তি করা এবং কাগজপত্র তৈরী করার দরকার পড়বে না (IE#3, 2021)।

উল্লেখ্য যে, ইসতিজরার বিনিয়োগ প্রদান করার সময় যদি মূল্য নির্ধারণ করে নেয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আলোচনা করে নিতে হবে, যদি পণ্যের বাজার দর পরিবর্তন হয় তাহলে কি করা হবে, এবং পণ্য মূল্যের কতটুকু উত্থান-পতন হলে মূল্য পরিবর্তনের জন্য তা বিবেচনায় নেয়া হবে। আর যদি মূল্য নির্ধারণ না করে তা অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্য কী পরিমাণ হবে, মূল্য নির্ধারণের নিয়ামকগুলো (variables) কী হবে, কোন পরিস্থিতিতে মূল্য পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে, এ বিষয়গুলো সমাধান করে নিতে হবে। এগুলোর আলোচনা ও সমাধান ব্যতিরেকে ইসতিজরার বিনিয়োগের প্রয়োগ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে (IE#5; RE#3, 2021)।

বাংলাদেশে ইসতিজরার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

ইসতিজরার সম্পূর্ণ একটি নতুন প্রোডাক্ট, যা এখনো বাংলাদেশে কিংবা বাংলাদেশের বাহিরে ব্যাপক পরিসরে চালু হয়নি (SE#3; RE#3, 2021)। এক্ষেত্রে প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, ইসতিজরার সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং জানাশোনা। প্রোডাক্ট উন্নয়ন অফিসার থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকলের এ বিষয়ে জানাশোনা থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারদের অবগতি থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে যা কিছুর চর্চা হচ্ছে তা মুরাবাহা কিংবা মুআজ্জাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, সেখানে ইসতিজরার হবে সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয়, তাই এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী (SE#3; RE#2; SE#4, 2021)। যে কোনো নতুন কিছু চালু করার ক্ষেত্রে ব্যাংকারদের অনীহা বড় একটি চ্যালেঞ্জ। নতুন বিষয়ে অজানা থাকার কারণে কিংবা জানার ক্ষেত্রে ভয়-ভীতি বা সুবিধা-অসুবিধা থাকার কারণে ব্যাংকারগণ তা শুরু করার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন (SE#5, 2021)। সাধারণত যে কোনো নতুন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এর পরিচিতি ও এর সম্পর্কে জানাশোনা হওয়া একটি প্রধান সমস্যা। তাই যদি ইসতিজরার প্রয়োজনীয় নীতিমালা, গাইডলাইন এবং জটিলমুক্ত কাগজপত্র সহকারে চালু করা হয়, তাহলে এর প্রয়োগ সহজ হতে পারে এবং এক্ষেত্রে অনেক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হতে পারে (IE#3; IE#4; SE#1, 2021)।

কেবল প্রোডাক্ট উন্নয়ন কর্মকর্তা কিংবা ব্যাংকার নয়; বরং কাস্টমার থেকে শুরু করে সর্বস্তরের স্টেকহোল্ডারদের মাঝে ইসতিজরার সম্পর্কে জানাশোনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। কাস্টমারকে ভাল করে বুঝতে হবে যে, ইসতিজরার চুক্তি তাদের জন্য লাভজনক (SE#4; RE#2; RE#3, 2021)। বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে জ্ঞান ও সচেতনতার ঘাটতি একটি সাধারণ সমস্যা। তাই ইসতিজরার বিনিয়োগ চালু করার ক্ষেত্রে সর্বস্তরের স্টেকহোল্ডারের মাঝে অভিন্ন পর্যায়ের জানাশোনা ও সচেতনতা গড়ে তোলা আবশ্যক (IE#2, 2021)।

ইসতিজরার বিনিয়োগ চালু করার ক্ষেত্রে অপর একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এর আইনী কাঠামো গঠন। সাধারণত যে কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে আইনী রেজিস্ট্রেশন, স্ট্যাম্পিংসহ আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায় ও অধিকার সৃষ্টি এবং এগুলোর সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়। যদি ইসতিজরার চুক্তির আইনী অবস্থান ও অনুমোদন না থাকে সেক্ষেত্রে এটি আইনী রিস্ক এর সম্মুখীন হবে। উদাহরণস্বরূপ, কাস্টমার যদি তার দায় অস্বীকার করে তাহলে ব্যাংক আইনী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে এবং সেক্ষেত্রে কাস্টমার এর দায় সাব্যস্ত করা এবং তার থেকে দায় উদ্ধার করার কোনো উপায় নাও থাকতে পারে (SE#2; SE#1, 2021)।

তাই একটি নতুন প্রোডাক্ট হিসেবে ইসতিজরার বিনিয়োগ চালু করার পূর্বে অবশ্যই রেগুলেটর তথা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এর অনুমোদন নেয়া আবশ্যক। অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা নেই। এমনিতেই বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সহযোগী। এছাড়াও

কোনো প্রোডাক্ট এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ বোর্ডের অনুমোদন থাকলে সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংক এর পক্ষ থেকে সেখানে আর তেমন কোনো আপত্তি থাকে না (SE#2; SE#4; IE#1, 2021)। ইসতিজরার এর ক্ষেত্রে আইনী চ্যালেঞ্জ এড়ানোর জন্য প্রধান চুক্তির আওতায় যতগুলো ক্রয়-বিক্রয় হবে সবগুলোর রেকর্ড রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে হবে (SE#2, 2021)।

সাক্ষাতকার থিম	উত্তরদাতাদের মন্তব্য
থিম #৫: বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিয়ে ইসতিজরার চালু করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও সমাধান	ইসতিজরার যেহেতু নতুন প্রোডাক্ট, তাই স্বভাবতই এ ব্যাপারে জানাশুনা ও সচেতনতার অভাব থাকা প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ। ইসতিজরার বিনিয়োগের শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং এর সর্বস্তরের স্টেকহোল্ডারদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের আয়োজন করা আবশ্যক। কাস্টমার ডিফল্ট এবং ব্যাংকের দায় শোধ না করার অনৈতিক মানসিকতাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সর্বস্তরের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এর সম্ভাব্য পাপ সম্পর্কে সবাইকে সজাগ করতে হবে। টেকনোলোজির সহায়তায় ইসতিজরার বিনিয়োগকে যথাসম্ভব ব্যাংক ও কাস্টমার বান্ধব করে তুলতে হবে । প্রতিটি চুক্তি যাতে জেনুইন হয় এবং সূদ গ্রহণের অপকৌশল হিসেবে ব্যবহৃত না হয়, সে ব্যাপারে সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। প্রতিটি চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তি মোতাবেক মূল্য পরিশোধ এবং পণ্য হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে। সার্বিকভাবে শরীয়াহ লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও বন্ধ করার জন্য দক্ষ ও স্বাধীন একটি শরীয়াহ বোর্ড সর্বদা তৎপর থাকতে হবে।

সারণি ৬: থিম #৫ এবং উত্তরদাতাদের মন্তব্য (লেখক)।

এছাড়াও বর্তমানে টেকনোলোজির সহায়তায় ইসতিজরার বিনিয়োগের ব্যবহার আরো সমৃদ্ধি ও অগ্রসরমান করা সম্ভব। ইসতিজরার প্রোডাক্ট কাস্টমার বান্ধব হিসেবে চালু করতে পারলে সবার নিকট তা সাদরে গৃহীত হবে (IE#4; RE#1, 2021)। সকল উত্তরদাতা এ বিষয়ে একমত যে, ইসতিজরার বিনিয়োগ ব্যাংক এবং কাস্টমার উভয়ের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হবে। ইসলামিক ব্যাংকিং-এর বর্তমান প্রয়োগে ব্যাংক এবং ট্রেডার-এর সাথে তেমন কোনো যোগাযোগ হয় না বললেই চলে। ব্যাংক খুব কমই ট্রেডার এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাস্টমার ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ট্রেডার এর সাথে যোগাযোগ করে। তাই এ ট্রেন্ড পরিবর্তন করে যদি ইসতিজরার চালু করা যায়, এবং ব্যাংক সরাসরি ট্রেডার এর সাথে যোগাযোগ করে মালামাল সংগ্রহ করে তাহলে এক্ষেত্রে অনেক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হবে এবং সম্ভাব্য শরীয়াহ মূলনীতির লঙ্ঘনও হ্রাস পাবে (RE#3, 2021)।

উপরন্তু ইসতিজরার-এর ক্ষেত্রে কাস্টমার-এর দিক থেকে আরেকটা চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। ব্যাংক এবং কাস্টমার উভয়কে ইসলামে ব্যবসার মূলনীতি এবং আচার-আচরণ পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। সাধারণত অনৈতিক মানসিকতার কারণে মিথ্যা অডিট রিপোর্ট পেশ করে যেখানে ব্যবসা লাভবান হয় সেখানেও ক্ষতি দেখানোর চেষ্টা করা হয় (IE#5, 2021)। তাই অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতির ন্যায় ইসতিজরার বিনিয়োগও কাস্টমার ডিফল্ট এবং ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করার ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয় (IE#1, 2021)।

এছাড়াও অপর একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, সূদ গ্রহণ করার জন্য ইসতিজরার চুক্তিকে একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে বাস্তবে কোনো ধরনের পণ্য হস্তান্তর ব্যতিরেকে শুধুমাত্র কাগজ-কলমে তথা নিলাম, ডিলারশিপ, কোটেশন এ সকল ক্ষেত্রে ইসতিজরার চুক্তি ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের অপব্যবহার রোধ করার জন্য ব্যাপকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করার কোনো বিকল্প নেই। শরীয়াহ নিরীক্ষক, শরীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ধরনের অপব্যবহার বন্ধকরণে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং প্রতিটি চুক্তির যর্থার্থতা ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে (IE#5, 2021)। এক্ষেত্রে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং-এর সর্বস্তরের স্টেকহোল্ডারদের জন্য ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে (SE#4; SE#1, 2021)।

উপসংহার:

অত্র প্রবন্ধে বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইসতিজরার বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের লক্ষ্য অর্জনে গুণগত অধ্যয়নের আওতায় প্রধানত গুণগত সাক্ষাতকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ৩টি গ্রুপ তথা বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং-এ অভিজ্ঞ ও শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ কর্মকর্তা এবং নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তার সমন্বয়ে সর্বমোট ১৩ জন উত্তরদাতার একক সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। সকল উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে ইসতিজরার বিনিয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অত্র গবেষণা অনুযায়ী, স্বতন্ত্রভাবে ক্রয়-বিক্রয়ভিত্তিক ইসতিজরার বিনিয়োগ চালু করা যেতে পারে, যা প্রচলিত মুরাবাহা ও মুআজ্জাল-এর বিকল্প হতে পারে। আবার প্রচলিত বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর সহযোগী বিবেচনায় মুরাবাহা কিংবা মুআজ্জাল এর টার্মস বা সংযোজন হিসেবেও ইসতিজরার চালু করা যেতে পারে। অত্র গবেষণায় আরও ওঠে এসেছে, ইসলামিক এক্সপোর্ট এবং ইমপোর্ট বিনিয়োগেও ইসতিজরার এর সম্ভাবনা রয়েছে। সকল উত্তরদাতা একমত যে, পোস্ট-ইমপোর্ট মুরাবাহা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসতিজরার

প্রয়োগ করা যায়। এক্সপোর্ট বিনিয়োগে ইসতিজরার এর ব্যবহার নিয়ে যদিও দ্বিমত রয়েছে, তবে অনেক উত্তরদাতা এবং অত্র অধ্যয়নের ফলাফল অনুযায়ী রপ্তানী বিনিয়োগেও ইসতিজরার এর ব্যবহার সম্ভব। যেহেতু ইসতিজরার একটি ক্রয়-বিক্রয়ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি, তাই ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম-নীতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উত্তরদাতাগণ জোর দিয়ে বলেছেন, ইসতিজরার বিনিয়োগ একটি সহজ ও জটিলতামুক্ত পদ্ধতি এবং এটি ব্যাংক ও ক্লায়েন্ট উভয়ের জন্য কল্যাণকর। মুরাবাহা এবং মুআজ্জাল বিনিয়োগে অনেক কর্মঘন্টা এবং কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়, যাতে কাস্টমার সচরাচর সাড়া দিতে চায় না। কারণ তারা সহজ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পেতে চায়। ইসতিজরার বিনিয়োগ পদ্ধতি সহজ। কারণ এতে একটি মাস্টার চুক্তির আওতায় একাধিক ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করা যায়, যেখানে বারংবার অফিসিয়াল চুক্তি করা, প্রচুর ওয়ার্ক এবং কাগজপত্র পেশ করা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। ইসতিজরার একটি ব্যাংক এবং ক্লায়েন্টবান্ধব বিনিয়োগ পদ্ধতি, যেখানে সময়, শ্রম, খরচ, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদির সাশ্রয় হবে এবং সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ লঙ্ঘনও কমে আসবে। যেমনটি উত্তরদাতাগণ প্রস্তাব করেছেন, ইসতিজরার বিনিয়োগ চালু করার পূর্বে একটি ম্যানুয়াল তৈরী করতে হবে, যেখানে বিনিয়োগ পদ্ধতি, একাউন্টিং নিয়ম-নীতি, শরীয়াহ নীতিমালা এবং অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতির সাথে ইসতিজরার এর পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ আলোচনা থাকবে। ইসতিজরার পদ্ধতি চালু করলে বর্তমানের মুরাবাহা সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা ও শরীয়াহ লঙ্ঘন হ্রাস পাবে। তবে যেহেতু বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রির জন্য ইসতিজরার একটি নতুন পদ্ধতি, তাই চালু করার পূর্বে এ ব্যাপারে ব্যাংকার, কাস্টমার, শরীয়াহ কর্মকর্তা, রেগুলেটরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্যক জ্ঞান ও সচেতনতা আবশ্যক। প্রবন্ধের উত্তরদাতাদের পরামর্শ অনুযায়ী, ইসতিজরার বিনিয়োগ চালু করার পূর্বে ইসলামিক ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মাঝে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও সচেতনমূলক প্রোগ্রামের আয়োজন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং-এ ইসতিজরার বিনিয়োগের সম্ভাবনা সংক্রান্ত এটি একটি প্রাথমিক অধ্যয়ন। পরবর্তী অধ্যয়নে ইসতিজরার বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রোডাক্ট কাঠামো গঠন এবং প্রয়োগোত্তর ব্যবহারিক আরো নানাবিধ ইস্যু আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে।

Vote of Thanks.

This study has been conducted under an international research grant registered as (UniSZA/2022/PPL/BILR(022) under the Center for Research Excellence & Incubation Management (CREIM) of Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia. The authors are grateful to CREIM of UniSZA, Malaysia. Besides, the vote of gratitude is recorded for Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, Dhaka, for funding the study. Furthermore, the authors acknowledge and appreciate the time and efforts of the respondents in providing invaluable information for this research.

Bibliography

AAOIFI- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2017. *Shari'ah Standards.* Manama, Bahrain.

Al ʻAinī, Badr Al Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad. 2000. *AL Bināyah Sharḥ Al Hidāyah*. Bairūt: Dār Al Kutub Al ʻIlmiyyah.

Al Bājī, Abū Al Walīd Sulaimān Ibn Khalf Ibn Saʻad. 2004. *Al-Munṭaqā Sharḥ Al Muwaṭṭa'a*, Al Qāhirah: Maktabah Al-Thaqāfah Al Dīniyyah

Al Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. 2003. *Iḥyā ʻUlūm Al Dīn*. Bairūt: Dār al Fikr.

Al Mawsūʻah al-Fiqhiyyah.1987. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Al Zuḥailī, Wahbah. 1986. *Uṣūl al Fiqh al Islāmī.* Dimashq: Dār al Fikr.

Al-Mardāwī, ʻAlā Al Dīn ʻAlī Ibn Sulaimān. 1997. *Al Inṣāf Fi Maʻarifat Al Rājiḥ Min Al Khilāf.* Bairūt: Dār Al Kutub Al ʻIlmiyyah.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā Ibn Sharf. 1925. *Al Majmūʻu Sharḥ Al Muhadhadhab.* Al Madīnah Al Munawwarah: Maktabah Al Salafiyyah.

Al-Shirbīnī, Muḥammad Ibn Aḥmad Al Khāṭīb. 2006. *Mughnī al Muḥtāj 'Ilā Maʻarifat Maʻānī Alfāẓ al Minhāj*. Bairūt: Dār Al Kutub Al ʻIlmiyyah.

Al ʻUthmānī, Muḥammad Taqī. 2013. *Buḥūth Fī Qaḍāyā Fiqhiyyah Muʻāṣarah*. Dimashq: Dār al Qalam

Bangladesh Bank. 2022. *Developments of Islamic Banking Segment in Bangladesh*, Islamic Banking Wing, Research Department, Bangladesh Bank, Dhaka.

ʻElīsh, Abū ʻAbd Allah Muḥammad Ibn Aḥmad. 2003. *Manḥ al Jalīl sharḥ Mukhtaṣar Al Khalīl*. Bairūt: Dār Al Kutub Al ʻIlmiyyah.

Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad Amīn Ibn ʻUmar. 1987. *Radd Al Muḥtār ʻAlā Al Durr Al Mukhtār*. Bairūt: Dār Al Kutub Al ʻIlmiyyah.

Ibn Al Qayyim, Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb. 2016. *I'ilām Al Muwaqqi'īn 'An Rabb Al 'Ālamīn*. Makkah: Dār ʻĀlam Al Fawāid

Ibn Anas, Mālik. 2005. *Al Muwaṭṭa'a*. Al Qāhirah: Dār Al Ḥadīth.

Ibn Manẓūr, Muḥammad bn Mukarram, 1992. *LisÉn al-ÑArab*, Bairūt: DÉr ØÉdir.

Ibn Mufliḥ, Shams Al Dīn Muḥammad. 1997. *Kitāb al Furūʻu*. Bairūt: Dār Al Kutub Al ʻIlmiyyah.

Ibn Nujaim, Zain Al Dīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad. 2002. *Al Baḥr Al Rāiq Sharḥ Kanz Al Daqāiq.* Bairūt: Dār Al Kutub Al ʻIlmiyyah.

Ibn Qudāmah, ʻAbd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. 2004. *Al Mughnī*. Al Urdun: Bait al Afkār al Dawliyyah.

Ibn Taymiyyah, Taqī Al Dīn Aḥmad Ibn ʻAbd Al Ḥalīm Al Ḥarrānī. 1960. *Naẓariyyah al 'Aqd*. Bairūt: Dār Al Maʻarifah.

Qu, Sandy Q., and Dumay, John. 2011. "The qualitative research interview" *Qualitative Research in Accounting & Management.* 8:3, 238-264.

DOI: https://doi.org/10.1108/11766091111162070

Shariah Advisory Council, (2019), *Import Financing Product Based on Bai' al-Istijrar for Islamic Letter of Credit*, 194th SAC Meeting, Bank Negara Malaysia, Malaysia.

Spens, Karen M. and Kovács, Gyöngyi. 2006. "A content analysis of research approaches in logistics research" *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*. 36:5, 374-390. https://doi.org/10.1108/09600030610676259

Usmani, Muhammad Imran Ashraf. 2002. *Meezan Bank's Guide to Islamic Banking*. Karachi: Darul Ishaat.

Valtakoski, Aku. 2019. "The Evolution and Impact of Qualitative Research in Journal of Services Marketing" *Journal of Services Marketing*. 34:1, 8–23. DOI: https://doi.org/10.1108/JSM-12-2018-0359

Zaidān, ʻAbd Al Karīm. 2001. *Al Wjīz fī Sharḥ al Qawāʻid al Fiqhiyyah*. Bairūt: Muassasah Al Risālah.